সহভাগীতার আশ্চর্য্যময় ক্ষমতা

ডেভিদ কোর্ড্রি

পঞ্চাশত্তমীর দিনে যিরুশালেম নগরীতে ৩০০০ লোক ধর্মান্তরিত ও বাপ্তাইজিত হবার ঘটনা উলেখের পর পরই প্রেরিত পুস্তকে যে বিশেষ কথাগুলি লেখা হয়েছে তা হচ্ছে, "সেই লোকেরা প্রেরিতদের শিক্ষা শুনত, তাদের সংগে এক হয়ে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করত এবং প্রার্থনা করে সময় কাটাত..."। (প্রেরিত ২:৪২) সুতরাং প্রেরিতদের শিক্ষা নতুন বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের ভিত্তি হয়ে দাড়ায় এবং এরপর থেকে তারা নিয়মিত "সহভাগীতায়" মিলিত হতেন, এভাবে তারা প্রথম একটি খ্রীষ্ট মন্ডলী হয়ে উঠল।

একথার পর পরই লেখা হয়েছে, তাদের দেখে আরও অনেকে আকৃষ্ট হলেন এবং এই অধ্যায়টি শেষ হয়েছে সুন্দর একটি কথা দিয়ে তা হচ্ছে, "যারা পাপ থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছিলেন প্রভু বিশ্বাসী দলের সংগে প্রত্যেক দিনই তাদের যোগ করতে লাগলেন।" (প্রেরিত ২:৪৭)। এরপর থেকে মন্ডলীতে ক্রমশ আরও বেশি বেশি বিশ্বাসী "যোগ হতে থাকে" এবং তারা অন্য বিশ্বাসীদের সাথে একটি বিশেষ সহভাগীতাও লাভ করতে থাকে। পিতর লিখেছেন যে, "এক মনোনীত বংশধর... তাঁর নিজের বিশেষ লোক হয়েছ, যেন অন্ধকার থেকে যিনি তোমাদের তাঁর আশ্চর্য্য আলোর মধ্যে ডেকে এনেছেন তোমরা তাঁরই গুণগান কর।" (১ম পিতর ২:৯)।

খুব তাড়াতাড়িই এই "বিশেষ লোকেরা" অন্যদের চোখের কাঁটা হয়ে উঠলেন এবং আস্তে আস্তে নির্যাতনের সম্মুখীন হলেন (প্রেরিত ৮:১; ৯:১ ,১৩পদ)। এই নির্যাতন তাদেরকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। এটা প্রেরিত পৌল, পিতর ও যোহনের পত্রগুলিতে উলেখ করা হয়েছে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য যে, তারা ঈশ্বরের মনোনীত বিশেষ লোক বলে তারা অন্য সকলের মত হতে পারে না, যেমন, "ন্যায়ের সংগে অন্যায়ের যোগ কোথায় ? আলো ও অন্ধকারের মধ্যে কি যোগাযোগ আছে ?" (২য় করিন্থীয় ৬:১৪)।

"যারা জীবন্ত ঈশ্বরের বাসস্থান বা মন্দির" (২য় করিন্থীয় ৬:১৬) তারা সকলেই "আমাদের ঈশ্বর প্রভুর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আহুত হয়েছেন যেন পবিত্র সহভাগীতায় মিলিত হতে পারে" (১ম করিন্থীয় ১:৯)। এটা যীশু গ্রেফতার হওয়ার পর যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনার পূর্ণতা হিসাবে দেখা যায়, "আমি যে কেবল এদের জন্য অনুরোধ করছি তা নয়, কিন্তু যারা এদের কথার মধ্য দিয়ে আমার উপর বিশ্বাস করবে তাদের জন্যও অনুরোধ করছি, যেন তারা সকলে এক হয়। পিতা, তুমি যেমন আমার সংগে যুক্ত আছ আর আমি তোমার সংগে যুক্ত আছি তেমনি তারাও যেন আমাদের সংগে যুক্ত থাকতে পারে। তাতে জগতের লোকেরা বিশ্বাস করতে পারবে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ। যে মহিমা তুমি আমাকে দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি যেন আমরা যেমন এক তারাও তেমনি এক হতে পারে, অর্থাৎ আমি তাদের সংগে যুক্ত ও তুমি আমার সংগে যুক্ত, আর এইভাবে যেন তারা পূর্ণ হয়ে এক হতে পারে।" (যোহন ১৭:২০-২৩)।

অপূর্ব এক আত্মিক সহভাগীতার চিত্র দেখা যায় এখানে, একটি সুন্দর সম্পর্ক দেখা যায়, কিন্তু যারা যীশুকে জানে না তারা তাকে গ্রহণ করতে পারেনা, যারা যীশুর এই আত্মিক সহভাগীতার গুরুত্ব বুঝতে না পারে এবং তার সাথে সহভাগীতার যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে তা বুঝতে পারেনি, তারা তাদের সবকিছুই নষ্ট করবে। কিন্তু আমরা, আসুন সেই আদর্শ গ্রহণ করার চেষ্টা করি যা সর্বদা আমাদের সামনে রয়েছে।

আমাদের মধ্যে থেকে সহভাগীতা শুরু হয় না

যোহন তার পত্রে এ বিষয়ে সুন্দরভাবে লিখেছেন, "যাকে আমরা দেখেছি এবং যাঁর মুখের কথা আমরা শুনেছি তাঁর বিষয়েই তোমাদের জানাচ্ছি। আমরা তা জানাচ্ছি যেন তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একটা যোগযোগ-সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। এই যোগাযোগ হল পিতা ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট এবং আমাদের মধ্যে।" (১ম যোহন ১:৩)। এখানে যোহন একই কথা বলছেন যে, পিতা ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সঠিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার মাধ্যমেই প্রকৃত সহভাগীতা শুরু হয়। ব্যক্তিগতভাবে একজন যখন সেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হন তখনই তার সাথে অন্যের প্রকৃত সহভাগীতা গড়ে ওঠে। পরিত্রাণ কর্তা যীশু ও তাঁর পিতার সাথে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলার আগ পর্যন্ত একে অন্যের সাথে প্রকৃত সহভাগীতা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়।

এজন্য পৌল বলছেন আলো ও অন্ধকারের মধ্যে কোন প্রকার সহভাগীতা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। যোহন আরও বলছেন, "যদি আমরা বলি যে, ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে যোগাযোগ বা সম্বন্ধ আছে অথচ অন্ধকারে চলি তবে আমরা মিথ্যা কথা বলছি, সত্যের পথে চলছি না। কিন্তু ঈশ্বর যেমন আলোতে আছেন আমরাও যদি তেমনি আলোতে চলি তবে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ বা সম্বন্ধ থাকে, আর তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শুচি করে।" (১ম যোহন ১:৬,৭ পদ)। দুই রকমভাবে আমরা অন্ধকার পথে হাঁটতে পারি। প্রথমত ঃ আমরা জগতের লোকদের ব্যবহার-আচরণ ও মনোভাব ত্যাগ করে এসেও অন্যায় বা খারাপ কাজ করে অন্ধকার পথে চলতে পারি। দ্বিতীয়ত ঃ আমরা 'গৌরবময় সুসমাচারের আলোর পথ' গ্রহণ না করেও অন্ধকার পথে হাঁটতে পারি (২য় করিন্থীয় ৪:৪), হতে পারে তা ভিন্ন কোন সুসমাচার কিংবা বিকৃত কোন সুসমাচার, প্রকৃত সুসমাচার নয় (গালাতীয় ১:৬,৭ পদ)।

সহভাগীতার কেন্দ্রীয় বিষয়টি হল, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণের প্রতীক হিসাবে রুটি ও দ্রাক্ষারস (আঙ্গুর ফলের রস) খাবার মধ্যে দিয়ে তাদের প্রভুকে স্মরণ করার একত্রে মিলিত হন। এই ধরনের স্মরণার্থক উপাসনার বর্ণনা দিতে গিয়ে যে বাক্যটি এখানে পৌল ব্যবহার করেছেন সেটি নিয়ে একটু চিন্তা করুন, "...আমরা অনেকে হলেও একই দেহ, কারণ মাত্র একটাই রুটি আছে, আর আমরা সবাই সেই একটা রুটিরই অংশ গ্রহণ করি।" (১ম করিন্থীয় ১০:১৬-১৭)। এইভাবে সমস্ত বিশ্বাসীরা একদল বা এক ঐক্যে রয়েছেন বলে চিহ্নিত হন, যারা মূলতঃ খ্রীষ্টের দেহের নানা অংশ বা সদস্য স্বরূপ আর আমরা যে রুটি ভেঙ্গে খাই, তা খ্রীষ্টের দেহের সমান সহভাগীতার মত ? যদি আমরা সত্যিই প্রভুর ভোজের সহভাগীতার কথা বলি তবে সহজে এ প্রশ্নটি এসে যায় যে, বিভিন্ন চার্চ যেভাবে প্রভুর ভোজের সহভাগীতা গ্রহণ করে, সেখানে কি তারা কোন সমরূপ বা একতার কোন সহভাগীতা অর্জন করতে পারেন ? তাহলে আমরা যদি তেমন কোন সহভাগীতা রক্ষা করি তবে কি পরিস্থিতি দাড়াবে ? এটা কখনই একই বিশ্বাসের সমরূপ ঐক্যের সহভাগীতা হবে না। প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টের অনুসারীরা যেভাবে একই প্রত্যাশায়, একই বিশ্বাসের বন্ধনের ভিত্তিতে সহভাগীতায় একত্রিত হতেন তেমনটি কি সম্ভব হয়? (ইফিষীয় ৪:৪-৬)। এজন্য আমরা যদি সত্যিই এমন কোন সত্যের একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে থাকি তবেই নিয়মিত সহভাগীতায় মিলিত হতে পারি আর এমন ধরনের সম্পূর্ণ মানসিক একতায় মিলিত হওয়ার ঘটনাই বাস্তবে প্রকাশ করবে যে, আমরা এক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ, যা সহভাগীতার প্রানকেন্দ্র।

বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী চার্চের মধ্যে কি সহভাগীতা লাভ সম্ভব ?

আমরা দেখি, নতুন নিয়মে বর্ণিত প্রাথমিক চার্চগুলি প্রেরিতদের শিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করত। এই শিক্ষার ভিত্তি থেকে কেউ সরে গেলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হত। এভাবে ঈশ্বরের প্রকৃত সত্য বিরোধীদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে (২য় তীমথিয় ২:১৮; তীত ৩:১০)। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দীর পথ চলার মধ্যে দিয়ে চার্চ বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং আজকে পর্যন্ত দেশে দেশে খ্রীষ্টিয় চার্চের এই বহুধা বিভক্তির কারণে গোটা খ্রীষ্টিয় আন্দোলনই অবিশ্বাসীদের চোখে গুরুত্ব হারাচ্ছে। অথচ সত্যই যদি একজনই ঈশ্বর থেকে থাকেন এবং তাঁর দ্বারা তাঁর অনুসারীদের জন্য একটি মাত্র বাইবেল লেখা হয়ে থাকে তবে পরস্পর বিরোধী কেন এত চার্চের উপস্থিতি রয়েছে ? বিশেষভাবে শুরুতে যখন একটি মাত্র চার্চ একত্রে কাজ শুরু করেছিল ?

প্রকৃত উৎসর্গীকৃত বাইবেলের ছাত্ররা এ প্রশ্নের উত্তর জানেন। স্বয়ং বাইবেলেই এ সম্পর্কে ভবিষ্যতবানী করা হয়েছে। প্রেরিত পৌল বলেছেন, "আমি জানি যে, আমি চলে যাবার পর লোকেরা হিংস্র নেকড়ে বাঘের মত করে আপনাদের মধ্যে আসবে এবং ভেড়ার পালের ক্ষতি করবে। এমন কি, আপনাদের নিজেদের মধ্য থেকে লোকেরা উঠে ঈশ্বরের সত্যকে মিথ্যা বানাবার চেষ্টা করবে যেন বিশ্বাসীদের নিজেদের দলে টানতে পারে।" (প্রেরিত ২০:২৯-৩০)। এভাবে আগেও খ্রীষ্টিয় মেষশাবকদের মাঝে বিভক্তি দেখা গিয়েছিল। পৌল এভাবেই খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, "তোমাদের মধ্যে অনেকেই দলভেদ করবে, কিন্তু যারা খ্রীষ্টের অনুগ্রহ লাভ করবে তারাই তোমাদের মধ্যে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হবে" (১ম করিন্থীয় ১১:১৯)। আমরা যখন অন্য কিছু চিন্তা করি, তখন তা কখনই ঈশ্বরের ইচ্ছা হতে পারে না, কারণ ঈশ্বর চান যেন গোটা জগতে একটি মাত্র সার্বজনীন মন্ডলী থাকে, যেখানে প্রত্যেকের চিন্তা কাজের জন্য ব্যাপক স্থান সংকুলান থাকবে। পুরাতন নিয়মের সময়কালে ঈশ্বরের অনেক মনোনীত লোক, যেমন ইলীশয় সহ এমন অনেক লোক মনে করতেন যে, তারাই একমাত্র প্রকৃত বিশ্বাসী (কিন্তু সেখানে আরও প্রায় ৭হাজার লোক ছিলেন, ১ম রাজাবলী ১৯:১৮ দেখুন)। আজকে তেমনি একই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টির অনুমতি দিয়েছেন ঈশ্বর। তবে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের রয়েছে একটি মাত্র পবিত্র বাইবেল, এবং ঈশ্বরের এই পবিত্র পুস্তক দিয়ে যারা আসল অনুসন্ধানকারী তারা অবশ্যই খুঁজে বের করতে পারেন কোনটি প্রকৃত সত্য।

অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিবেষ্টিত অবস্থায় প্রেরিত যোহন-এরও একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যারা তাঁর সহভাগীতা ত্যাগ করেছিল প্রকৃত সত্যের পক্ষে শক্তভাবে দাড়ানোর ফলে, তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "খ্রীষ্টের এই শত্রুরা আমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে গেছে। তারা কিন্তু আমাদের লোক ছিল না। যদি তারা আমাদেরই হত তবে আমাদের সংগেই থাকত, কিন্তু তারা বের হয়ে গেছে বলে বোঝা যাচ্ছে, তারা কেউই আমাদের নয়।" (১ম যোহন ২:১৯)

একমত না হলে কি দু'জন লোক একসাথে হাঁটতে পারে ?

বহুশতাব্দী আগে আমোষ ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির কাছে বলেছিলেন, একমত না হলে কি দু'জন লোক একসাথে হাটতে পারে ? (আমোষ ৩:৩)। আমোষ ভাববাদী তাঁর ভাববানীর মাধ্যমে ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইস্রায়েলের কাছে এই প্রশ্ন রাখেন, আসলেই তারা ঈশ্বরের সংগে সংগে একসাথে হাঁটছেন ? না, তারা তা করছেন না এবং ঈশ্বরের যে সব নীতি তাদের মেনে চলা উচিত ছিল সেগুলি তারা এখনও মেনে চলছেন না (আমোষ ৩:১৪ ,১৫ পদ, ৪:১১-১২ পদ, ৬:৮)। এজন্য তিনি বলছেন, একমত না হলে তারা দু'জনে একসাথে হাঁটবেন কিভাবে। আর একসাথে হাঁটার অর্থ ঈশ্বরের সাথে সহভাগীতা রক্ষা করা। আমরা দেখেছি এই সহভাগীতার অর্থ হল ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলা।

অন্যদিকে দু'জন খ্রীষ্টবিশ্বাসী (কিংবা অধিক সংখ্যক) কি একসাথে ঈশ্বরের সংগে সহভাগীতায় মিলিত হতে পারেন যদি তাদের সাথে ঈশ্বরের সঠিক সম্পর্ক না থাকে ? সঠিক সুসমাচার প্রত্যাশা ও বিশ্বাস একইভাবে একইসাথে সকলে

গ্রহণ করলেই কেবল তখন প্রকৃত সহভাগীতার ভিত্তি তৈরী হয়। ঈশ্বর কি কখনও এমন কোন সহভাগীতা গ্রহণ করেন যেখানে দু'জনার মধ্যে বিশ্বাসগত মতের অমিল থাকে ? এর উত্তর সহজে বলা যায়, অবশ্যই ঈশ্বর তা গ্রহণ করেন না।

কভার পৃষ্ঠায় আমরা যে উদ্বৃতিটি দিয়েছি সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইফিষীয় ৪ অধ্যায়ে একটি বিশেষ আবেদন করেছেন "...ঈশ্বর যে জন্য তোমাদের ডেকেছেন তার উপযুক্ত হয়ে চল" (ইফিষীয় ৪:১)। "যে শান্তির মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার দেওয়া একতা রক্ষা করতে বিশেষভাবে চেষ্টা কর।" (৩ পদ)। করিন্থীয়দের কাছে পৌল লিখেছেন, পবিত্র আত্মার (সহভাগ) সহভাগীতা সবসময় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকুক" (২য় করিন্থীয় ১৩:১৪)। একথার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর সবসময় তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন, পবিত্র আত্মা সার্বক্ষণিকভাবে তাদের তত্ত্বাবধান করত কারণ তারা ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। গীতসংহিতা ১৩৯:১-৮ ও ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০ পদ পড়লে বোঝা যায় যে, ঈশ্বর তাঁর আত্মার মাধ্যমে জানতে পারেন, আমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মিক একতা ও তাঁর সেবা করবার মন-মানসিকতা আছে কিনা! রোমীয় ৮:২৬ পদটি লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর অবশ্যই 'আলো' ও 'অন্ধকারের' মাঝে একতা সৃষ্টির বিষয়গুলি লক্ষ্য করেন, যার মধ্যে দিয়ে যীশুর দেওয়া আসল সুসমাচার এবং পৌল যে 'ভিন্ন সুসমাচারকে' দোষী করেছেন তার মাঝে অনাকাংক্ষিত একতা গঠন সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন।

বিভিন্ন ধরনের সুসমাচার

বহু শতাব্দী ধরে 'বিভিন্ন ধরনের' সুসমাচার সৃষ্টি হয়েছে একথা সত্য। অনেক ভ্রান্ত শিক্ষক মোশীর আইনকে পর্যন্ত প্রকৃত সুসমাচারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন, অথচ সেই 'আইন' বা ব্যবস্থা আগেই যীশু ক্রুশে ক্রুশারোপিত করেছেন (কলসীয় ২:১৪)। তাদের অনেকে এই শিক্ষা দিতে লাগলেন, যীশু যদি সত্যিই 'ঈশ্বরের পুত্র' হতেন তবে সাধারণ মানুষের মত রক্তমাংসের দেহে পৃথিবীতে আসতেন না (১ম যোহন ৪:৩; ২য় যোহন ৭)। প্রায় তিনশত বছর পর্যন্ত তারা এই শিক্ষা দিতে লাগলেন যে, যীশু সম্পুর্ণভাবে ঈশ্বর এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের একজন। সেই 'ভিন্ন সুসমাচার' (২য় করিন্থীয় ১১:৩-৪) এমন বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল (গালাতীয় ১:৭-৯) যে, পৌলের ভাষ্য অনুসারে যে কেউ এই সুসমাচার প্রচার করে কিংবা যে কেউ শোনে সেই 'অভিশপ্ত' হবে। ভিন্ন 'সুসমাচার' মানুষের তৈরী, বর্তমানে এমন বহু সুসমাচার দেখা যাচ্ছে, বিশেষভাবে অমরনশীল আত্মার ধারণা এবং মৃত্যুর পরেও তার অস্তিত্ব থাকার শিক্ষাগুলি যীশু ও তাঁর শিষ্যদের শিক্ষার মধ্যে একেবারে অপরিচিত বিষয় ছিল। পুরাতন নিয়মের লেখাগুলির সাথেও এর কোন মিল নাই।

যীশু এই জগতে 'আলো' নিয়ে আসবার পর এসব অন্ধকার অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেই আলো এখনও সমান দ্যুতিময় যারা তা অন্বেষণ করে তারাই তা খুঁজে পায়। সেই শুরু থেকেই এই আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যেহেতু এই আলো কখনই কোন বন-জঙ্গলের পেছনে লুকানো ছিল না, যারা একে পাবার জন্য তার পেছনে যায় কেবল তারাই এই আলোর মহিমা বহুদুর থেকেও দেখতে পায়। ঈশ্বর এসব বিষয়গুলি সবই দেখেন। কিন্তু কোন মানুষের অন্তরের ভেতরে যদি সেই আলোর জায়গায় শুধু অন্ধকার থাকে (মথি ৬:২২-২৩ পদে দেখুন) তবে সেই অন্ধকার কত ভয়াবহ!

পৌল লিখেছেন, "অন্ধকারের নিষ্ফল কাজের সংগে তোমাদের যোগ না থাকুক" (ইফিসীয় ৫:১১)। এসব বিষয়ে কোন প্রলোভন বা দোষত্রুটি না থাকলে পৌল একথা বলতেন না নিশ্চয়! মানব প্রকৃতি এমন যা প্রায়ই আপোষ করে চলে এবং অনেক ক্ষেত্রে ঈশ্বর তা করার অনুমতিও দিয়ে থাকেন– কিন্তু তাই বলে তিনি যখনই এমন কিছুকে অনুমতি দেন না বা পছন্দ করেন না, যা দ্বারা খ্রীষ্টিয় সহভাগীতা বিনষ্ট হয় কিংবা 'আত্মিক ঐক্যের' বন্ধন ভেঙ্গে যায়।

আমাদের কি মনোভাব গ্রহণ করা উচিত?

যেসব লোকদের সাথে আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল আছে তাদের প্রতি আকর্ষন অনুভব করলে আমরা কি করতে পারি ? লক্ষ করুন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকার কারণে অন্যান্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমিল বা মত পার্থক্য নিশ্চয় রয়েছে।

পৌল বলেন "আমি বরং বলি, তোমরা সবচেয়ে দরকারী দানগুলো পাবার জন্য আগ্রহী হও" (১ম করিন্থীয় ১২:৩১)। বাস্তবে নিশ্চিতভাবে এটাই আমাদের জন্য সকল মানুষের প্রতি দায়িত্ব, যেন তারা সবথেকে সঠিক পথটি দেখতে পায়, কারণ এটাই তাদেরকে সবথেকে ভালোভাবে বোঝাবার, বিশ্বাস করাবার ও তাদেরকে রক্ষা করবার জন্য সবচেয়ে উত্তম পন্থা।

একমাত্র এভাবেই আমরা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের সাথে সহভাগীতা রক্ষা করতে পারি। আমরা যেন অন্যদেরকে রক্ষা করতে পারি, ঈশ্বর সব সময়ে সেই ইচ্ছাই পোষন করেন, এমনকি যারা ঈশ্বরের সঠিক প্রকাশ ও তার ইচ্ছা সম্পর্কে জানে না, তারা কখনই ভাবতে পারে না যে, তারা 'রক্ষা' পেয়েছে।

যারা ঈশ্বরের সংগে ও খ্রীষ্টের সংগে সম্পুর্ণ সহভাগীতার মাধ্যমে একতার বন্ধনে আবদ্ধ তাদের সাথে সেই পবিত্র সহভাগীতায় মিলিত না হয়ে আমরা আমাদের নিজেদের পরিত্রাণকে কিভাবে হুমকির সম্মুখীন করব ? ইস্রায়েল জাতি অতীতে যেভাবে অন্যান্য বিধর্মী জাতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে ঈশ্বরের সন্তুষ্টী থেকে বঞ্চিত হয়ে নানা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলো আমরাও কি তেমনি কাজ করব ?

হ্যাঁ, এখানে ভয়ংকর একটা ঝুঁকি রয়েছে, তবে বিভিন্ন যৌক্তিক কারনে তাদের সাথে আমাদের নির্দিষ্ট একটা পর্যায় পর্যন্ত সম্পর্ক থাকতে পারে। যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরের বাক্য ও অন্যান্য প্রকৃত সত্যের বইপুস্তিকা পড়ে সত্য সম্পর্কে অবগত থাকি ততক্ষন আমরা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে পারি যেন, তারা ও আমরা, উভয়েই উপকৃত হতে পারি। আমাদের মন সব সময় বাইবেলীয় সত্য ও মানুষের তৈরী বিভিন্ন বিষয় অনুসারে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আমাদের নিজস্ব বিশ্বাসের ভিত্তির উপর জোর দেওয়া ও আমাদের প্রত্যাশার প্রত্যয়ে স্থির থাকা উচিত যেন, সত্য সব সময় প্রধান হিসাবে থাকে ও গাঢ় অন্ধকারের মাঝেও যেন সেই সত্য আলোক বর্তিকা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের কথা কখনই দোষারোপ মূলক হবে না, বরং তীমথিয়কে পৌল যেভাবে প্রেমের মধ্যে দিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন সেভাবেই করা উচিত, ''যিনি প্রভুর দাস, তার ঝগড়া করা উচিত নয়, বরং তাকে সকলের প্রতি দয়ালু হতে হবে। তার অন্যদের শিক্ষাদানের ক্ষমতা এবং সহ্যগুণ থাকতে হবে। যারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাদের তাকে নম্রভাবে শিক্ষা দিতে হবে। সেই শিক্ষায় যেন তিনি এই আশায় দেন যে, ঈশ্বর তাদের মন ফিরাবার সুযোগ দেবেন যাতে ঈশ্বরের সত্যকে তারা গভীরভাবে বুঝতে পারে।

কিছু কিছু পরিস্থিতিতে এধরনের উদ্যোগ খুবই কার্যকরী, যেমন রাজা শলোমনের মৃত্যুর পর ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্য ও দক্ষিণ রাজ্যের মধ্যেকার সম্পর্কের তুলনা করা যায়। উত্তর রাজ্যের রাজা যিরুশালেমকে বাদ দিয়ে অন্য আর একটি উপাসনা মন্দির নির্মাণ করেন এবং তাদের কোন রাজাই সঠিকভাবে ঈশ্বরের সেবা করেন নাই। তবে দক্ষিণ রাজ্যের রাজারা ব্যাপকভাবে ধর্মকর্ম করতেন, কিন্তু উত্তর রাজ্যের সাথে ছিল তাদের প্রচন্ড সখ্যতা। এমনকি তাদের সাথে মিলে দক্ষিণ রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, যা ভাববাদীরা ঈশ্বরের লোক হিসাবে প্রচন্ড বিরোধিতা করেন। আবার এক সময় দক্ষিণ রাজ্য উত্তর রাজ্যের পদাঙ্ক অনুসরন করে পার্শ্ববর্তী বিধর্মী জাতীদের মত অন্যান্য দেবতার উপাসনা করা শুরু করেন। এজন্য যখনই কোন প্রকৃত ধার্মিক রাজা তার অন্যান্য ইস্রায়েলীয়দের নিয়ে সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করবার জন্য উত্তর রাজ্যের লোকদের সাথে মিলিত হতে চেষ্টা করেছেন তখনই ঈশ্বরের নিযুক্ত ভাববাদীরা তাদেরকে ব্যাপকভাবে ভৎর্সনা করেছেন এবং তাদেরকে পরামর্শ ও ভালোবাসার পথ দেখায়নি। (২য় বংশাবলি ১৯:২)

উত্তর রাজ্যকে তাদের পাপেপূর্ণ আচরনের জন্য নির্বাসনে পাঠিয়ে চরম শাস্তি দেওয়া হয় এবং এর কোন প্রমান পাওয়া যায় না যে তারা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছে। আমরা এখানে একটি সমান্তরাল ঘটনা দেখি, যা নীতি হিসাবে আমরা মেনে চলতে পারি। উত্তর রাজ্যের দেশগুলির প্রতি দক্ষিণ রাজ্যের লোকদের বড় ধরনের আকর্ষন বা প্রলোভন ছিল। কারণ যিরুশালেম উপাসনা মন্দিরের প্রতিদ্বন্দী হিসাবে বেথেল ও দান নগরে তারা সুবিশাল উপাসনার ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন । ১ম রাজাবলি ১২:২৭-৩০ পদগুলি বলে "...এই বিষয়টাই তাদের পাপের কারণ হয়ে দাড়াল"। ঈশ্বরের উপাসনার ব্যাপারটি ইস্রায়েল জাতীর কাছে অনেক বড় বিষয় ছিল। আমরাও তাদের এই দিকটি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতে পারি।

আত্মায় ও সত্যে ঈশ্বরের উপাসনা করা

যীশু শমরীয়া এক নারীর সাথে একবার এবিষয়ে খুব সুন্দর কথা বলেছেন, "'...আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পাহাড়ে উপাসনা করতেন, কিন্তু আপনারা বলে থাকেন যিরূশালেমেই লোকদের উপাসনা করা উচিত'। যীশু তাকে বললেন, 'শোন, আমার কথায় বিশ্বাস কর, এমন সময় আসছে যখন পিতা ঈশ্বরের উপাসনা তোমরা এই পাহাড়েও করবে না যিরূশালেমেও করবে না। তোমরা যা জান না তার উপাসনা করে থাক, কিন্তু আমরা যা জানি তারই উপাসনা করি, কারণ পাপ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় যিহুদীদের মধ্য দিয়েই এসেছে। কিন্তু এমন সময় আসছে, এমন কি, এখনই সেই সময় এসে গেছে যখন আসল উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার উপাসনা করবে। পিতাও এই রকম উপাসনারকারীদেরই খোঁজেন। ঈশ্বর আত্মা; যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মায় ও সত্যে তাদের সেই উপাসনা করতে হবে।'" (যোহন ৪:১৯-২৪)। আমরা যীশুর এখানকার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি আবার উলেখ করতে পারি, "...সময় এসে গেছে যখন আসল উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার উপাসনা করবে"।

আত্মায় উপাসনা করার অর্থ হচ্ছে, মনের চিন্তা চেতনায় একজন অদৃশ্য ও খাঁটি ঈশ্বরের ধ্যান করা। অন্যদিকে মূর্ত্তি স্পর্শ করে এবং সেই মূর্ত্তির সামনে অবনত মস্তকে সমর্পন করার মাধ্যমে মূর্ত্তির উপাসনা করা হয়। ঠিক এমনিভাবে কিছু কিছু খ্রীষ্টিয়ান ভাইবোন তাদের শরীরের উপর ক্রুশের চিহ্ন আঁকেন যার সাথে বাইবেলের শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই। বাইবেল এবিষয়টি একেবারে পরিষ্কার করেছে যে, ঈশ্বর শুধু দেখেন আমাদের মনোভাব ও অন্তরের চিন্তা (যিশাইয় ৬৬:২; গীতসংহিতা ৩৩:১৮-২২) ব্যক্তিগতভাবে হোক কিংবা দলগতভাবেই হোক আমরা কি মন নিয়ে ঈশ্বরের সামনে আসছি, কি প্রার্থনা করছি যীশুর নামে, সেগুলিই বড় বিষয়।

কিন্তু শমরীয়া স্ত্রীলোকের কাছে বলা যীশুর গুরুত্বপূর্ণ কথা "সত্যে উপাসনা" করার বিষয়টি উপাসনার ক্ষেত্রে একেবারে ভিন্ন মাত্রা বা তাৎপর্য এনে দিয়েছে। কিভাবে সত্যের মাঝে ঈশ্বরের উপাসনা করা যায় ? সত্যের অপর পক্ষ হচ্ছে 'মিথ্যা'। আর সত্য না হলে উপাসনা নিশ্চয় 'মিথ্যা' হবে, তাহলে সেই মিথ্যা উপাসনা কেমন ? যিরমিয় ভাববাদী সেই সব লোকদেরকে কঠোরভাবে ভৎসনা করেছেন এভাবে, "...এবং আমি তাদের যা বলতে বলিনি তারা আমার নাম করে সেই সব মিথ্যা কথা বলেছে। আমি তা জানি এবং আমি তার সাক্ষী। আমি সদাপ্রভু এই কথা বলছি।" (যিরমিয় ২৯:২৩)।

কখন আমরা ঈশ্বরের নামে কথা বলি ? যখনই আমরা অন্যের কাছে ঈশ্বরের বাক্য "বাইবেলের" বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতে চাই, তখনই আমরা বুঝতে পারি... যে, তার মধ্যে দিয়ে মানুষের জন্য ঈশ্বরের বাক্য তা প্রকাশ পায়। এটা ঠিক এইরকম একটা বিষয় যে, একটি ফার্মের মালিক তার কারখানায় উৎপাদিত কোন জিনিষ এর মার্কেটিং করার জন্য আমাকে বিভিন্ন লোকের কাছে পাঠালেন, আমি মানুষের কাছে গিয়ে ঐ মালিক ও তার উৎপাদিত জিনিষটি সম্পর্কে সঠিক তথ্য তুলে ধরলাম। আবার আমরা যদি আসলে বাইবেল যা বলছে তার যদি কোন প্রকার পরিবর্তন বা বিকৃত করি তাহলে অন্য লোকদের কাছে ঈশ্বরকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হবে। আমরা যখন ঈশ্বরের উপাসনা করি তখন যদি এমন কোন বিষয়কে গুরুত্ব দিই ঈশ্বরের কাছে যার ন্যুনতম কোন মূল্য নাই কিংবা একেবারে ভূল কোন চিন্তা ধারা,

যেমন, ঈশ্বর তিনজন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সমন্বয়ে একজন ব্যক্তি এমন ভ্রান্ত চিন্তার মাঝে থাকলে কি আমরা বলতে পারি যে, আমরা 'সত্য' ঈশ্বরের সেবা করছি ?

বিশ্বস্থতায় ও সত্যে ঈশ্বরের সেবা করা

পিতা ঈশ্বর চান, মানুষ যেন বিশ্বস্থতায় ও সত্যে তাঁর উপাসনা করে। মোশী মারা যাবার পর ইস্রায়েলীয় লোকদের কাছে এটি ভাববাদী যিহোশুয়ের কথা। এর পরে তারা জর্দন নদী পার হয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে উপাস্থিত হন। প্রতিজ্ঞাত দেশে যাবার পথে মরু প্রান্তরে তারা বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক বা চিহ্নকার্য দেখা সত্ত্বেও মরুপ্রান্তরে তাদের অনেকেই ঈশ্বরের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। যিহোশুয় ইস্রায়েলীয় লোকদের কাছে খুব সুন্দর কথা বলেছে, "এখন তোমরা খাঁটি অন্তরে বিশ্বস্তভাবে সদাপ্রভুকে ভক্তি কর এবং তাঁর সেবা কর। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ইউফ্রেটিস নদীর ওপারে ও মিসর দেশে যে সব দেব-দেবতার পূজা করতেন সেগুলো তোমরা দূর করে দিয়ে সদাপভুর সেবা কর।" (যিহোশূয় ২৪:১৪)।

আমাদের উপাসনার মধ্যে বিশ্বস্থতা ও সত্যময়তা থাকতে হবে। আজকে আমরা সরাসরি প্রতিমা মূর্ত্তি তৈরী করিনা, তখনকার দিনেও এমনটি তৈরী করা হত না নিশ্চয়। কিন্তু ঈশ্বরকে আমাদের নিজেদের চিন্তাধারার নীচে নামাতে বা কম গুরুত্ব করে ফেলতে পারি। ইতিহাস আমাদের কাছে এই সাক্ষ্য দেয় যে, কোনটা আমরা বিশ্বাস করতে চাই, তার চেয়ে বরং কোনটা ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন এ দুয়ের মধ্যে দ্বৈতপ্রবনতা দেখা যায়। আর এইভাবে সবসময়ই একটা বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন হই আমরা যে, আমাদের অন্তরে আমরা নিজেদের সুবিধাজনক এক 'ঈশ্বরের মূর্ত্তি' তৈরী করে নিই। সবথেকে নিরাপদ ও মংগলজনক উপায় হচ্ছে প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য পড়ে গ্রহণ করা ও তা নিয়ে ধ্যান করে আত্বস্থ করা।

যারা সম্পূর্ণ বাধ্যতায়, বিশ্বস্থতায় ও সত্যে ঈশ্বরের উপাসনা করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহন করেন তাদের উচিত মানুষের তৈরী সবধরনের ভ্রান্ত ও বিকৃতি থেকে এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত কোন মিথ্যা কথা বলা সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে হবে। সাথে সাথে আমাদের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রয়েছে সেই সব অন্য বিশ্বাসীদের মনে ঐ ধরনের ভ্রান্ত ধারনার যাতে তৈরী না হয় সেই ধরনের বিশ্বস্থ আচরন করতে হবে। সেইসব দেশে এধরনের প্রশ্নগুলি বেশি মাত্রায় আসতে দেখা যায় যেখানে খ্রীষ্টিয়ানরা সংখ্যালঘু। বিশেষ করে যেখানে তারা নির্যাতিত সংখ্যালঘু। বিভিন্ন ধরনের ভিন্নতা ভুলে যাবার জন্য প্রচুর চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু কিভাবে সেই সব পার্থক্যগুলি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, যার দ্বারা তারা ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে এবং ঈশ্বর যে সুসমাচার প্রকাশ করেছেন সেই প্রকৃত সুসমাচার বিশ্বাসীরা কিভাবে গ্রহন করবেন ?

যে সুসমাচার দ্বারা আমরা রক্ষা পাই

প্রেরিত পৌল বলছেন, "ভাইয়েরা, যে সুখবর [সুসমাচার] আমি তোমাদের কাছে প্রচার করেছিলাম, সেই সুখবরের কথা তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তা গ্রহণ করেছ আর তাতে স্থিরও আছ। যে বাক্য আমি তোমাদের কাছে প্রচার করেছিলাম তা যদি তোমরা শক্তভাবে ধরে রেখে থাক তবেই তোমরা সেই সুখবরের মধ্য দিয়ে পাপ থেকে উদ্ধার পাচ্ছ - অবশ্য যদি তোমাদের বিশ্বাস কেবল বাইরের না হয়"। (১ম করিন্থীয় ১৫:১-২) এসব বাক্য বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। আপনি আমি সকলে এই সুসমাচার গ্রহণ করেছি ও পরিত্রাণ পেতে পরি। কারণ আমরা এটা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি এবং তা মেনে চলার অঙ্গীকার করেছি। এর ই প্রকাশ স্বরূপ, আমরা জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি এবং সেই অনুসারে খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করছি। কিন্তু মূল বিষয়টি হচ্ছে, আমরা কি বিশ্বাস করেছি ?

আমরা বাইবেলে বর্ণিত খাঁটি সুসমাচার বিশ্বাস করেছি, যে, যীশুই আমার ত্রাণকর্তা আমার পাপের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং তিনি আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসছেন, এখানে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। এই একই সময়ে তিনি সকল মৃতদের কবর থেকে উঠিয়ে আনবেন এবং যারা সঠিক বিশ্বাস ধারণ করেন তাদেরকে চিরঅমরতা দান করবেন। এটাই সঠিক সুসমাচারের কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তু। প্রকৃত বা সঠিক সুসমাচারে এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি যে, কে স্বর্গে যাবে আর কে চিরঅমরত্বের আত্মা লাভ করবে। এই বিষয়টি খ্রীষ্টের সময়ের পরের ও প্রেরিতদের সময়ের পরবর্তী মন্ডলীমুখী খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মনে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। আর আমরা যদি ঐসব ভ্রান্ত বিষয় বিশ্বাস করি তবে আমরা অবশ্যই সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করছি না। একইভাবে যদি আমরা ঐ সব ভ্রান্ত বিষয় বিশ্বাস করি এবং মানুষের তৈরী ঐসব ভ্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করি তবে আমরা কখনই বিশ্বাসীদের সহভাগীতার আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করতে পারি না।

এটা প্রমাণিত সত্য যে, প্রকৃত বিশ্বাসীরা অবশ্যই একত্রে 'একদেহ' হিসেবে এবং 'একমন' হিসাবে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারেন, যা আমরা আগেই বেশ কয়েকটি উদ্বৃতি দ্বারা প্রকাশ করেছি। উদাহরণ স্বরূপ, '...ঈশ্বরের দেওয়া সেই একই খাবার এবং সেই একই জল তারা সবাই খেয়েছিলেন ...সকলেই এক রুটি থেকে একই সংগে সহভাগীতা রক্ষা করেছিলেন' (১ম করিন্থীয় ১০:১৬-১৭)।

একান্ত/ঘনিষ্ঠ সহভাগীতা কি সঠিক ?

অনেকে আমাদের কাছে এই অভিযোগ করেন যে, বেশ কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন এত ঘনিষ্ঠ বা একান্ত ভাবে সহভাগীতা রক্ষা করি ? তাছাড়া এর মধ্যে অনেক ভুলত্রুটি থাকতে পারে, যা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। এতটা ঘনিষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ হওয়ার কারণে অনেক সময় গর্ব-অহংকারের সৃষ্টি হয়, ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের মানসিকতা তৈরী হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে 'আমিই বড়' এই মানসিকতা তৈরী হয়। এমনকি যীশুর সময়ে সমাজের ধর্মীয় নেতাদের মাঝে এসব প্রবনতা দেখা যেত। কিন্তু প্রকৃত আত্মিক শক্তি বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতাদের ঠিক এর বিপরীত মনোভাব থাকা উচিত। প্রকৃত বা সঠিক সহভাগীতা শুধুমাত্র 'উপরের সহভাগীতা' নয়, যেখানে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা একত্রে মিলিত হয়ে শুধু গান, প্রার্থনা, আলোচনা করে এবং শুধু বাহ্যিকভাবেই একে অন্যের সাথে মত বিনিময় করে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। এজন্য মালাখী ভাববাদী বলছেন, "তখন যারা সদাপ্রভুকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করত তারা একে অন্যের সংগে কথাবার্তা বলল এবং সদাপ্রভু তা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। যারা সদাপ্রভুকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করত ও তাঁর বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করত তাদের স্মরণ করবার জন্য তাঁর সামনে একটা বই লেখা হল।" (মালাখি ৩:১৬)

যারা তাঁকে ভয় করে তাদের সম্মিলিত কিংবা ব্যক্তিগত কথা প্রভু শোনেন। যদি তারা তাঁর সাথে সঠিক সম্পর্ক রক্ষা করে ও তাঁর বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করে তাঁর উপাসনায় মিলিত হয়। এজন্য ঈশ্বর স্মরণার্থক একটি পুস্তক রচনা করেছেন, 'জীবন পুস্তক' নামের এই মহাগ্রন্থটি পুনরুত্থান দিনে খোলা হবে, যাদের নাম এই পবিত্র জীবন পুস্তকে লেখা থাকবে তাদেরকেই যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হবে।

প্রিয় পাঠক, আন্তরিকভাবে চিন্তা করে নিশ্চিত হোন যে, এই কথাগুলো পড়ার-মধ্যে দিয়ে আপনি প্রকৃত সহভাগীতা লাভের আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন কিনা। আশাকরি এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক সহভাগীতার আশ্চর্য্য ক্ষমতার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন।

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
পি ও বক্স নং১৭১১২, টলিগঞ্জ এইচ. ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, ভারত

The Wonder of Fellowship
by David Caudery

Published by:
Christadelphian Bible Students
P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
PO Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

© Copyright Bible Text: BBS CL (with permission)